গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
ডিটিসিএ ও ডিএমটিসি অধিশাখা
www.rthd.gov.bd

২০১৮-১৯ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা এর অন্তর্ভূক্ত সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অংশীজন অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত সভা'র কার্যবিবরণী :

সভাপতি : মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তারিখ : ১৮ ডিসেম্বর ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ
সময় : সকাল ১০.০০ ঘটিকা
স্থান : সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-ক

এ বিভাগের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অংশীজন সভায় আগত উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি জানান সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অঙ্গীকারবদ্ধ থেকে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। অতঃপর জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ক এ বিভাগের ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা ও অতিরিক্ত সচিব জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়টি সম্পর্কে এবং এ বিভাগের শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনার বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা দেয়ার জন্য একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন প্রদান করেন। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের জাতীয় শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছে মর্মে তিনি উল্লেখ করেন। অতপর সভায় উপস্থিত অংশীজনদের বক্তব্য প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা হলে নিম্নোক্ত বক্তাগণ তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

আলোচনা :

২.১ যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ট্রাক কভারি ভ্যান মালিক সমিতি : নিরাপদ সড়ক বিষয়ে সাম্প্রতিক ছাত্র আন্দোলন থেকে অনেক শিক্ষা হয়েছে। শিক্ষা থেকে তা বাস্তবায়নে কাজ হচ্ছে। পরিবহন সেক্টর থেকে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় প্রচেষ্টা নেয়া হচ্ছে।

সভাপতি এ পর্যায়ে জানতে চান, শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় পরিবহন মালিক সমিতির পক্ষ হতে কী করা হচ্ছে?

জবাবে তিনি জানান ড্রাইভার-হেলপারদের নিয়োগকালে তাদেরকে কী করতে হবে এবং কী করা যাবে না তা অবহিত করা হয়। মাঝে মাঝে এ বিষয়ে পুনরায় প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। বিআরটিএ অফিসে যানবাহন অনুপাতে লোকবল কম। লোকবল বাড়ানো হলে সেবার মান বৃদ্ধি পাবে।

২.২ অর্থ সম্পাদক, সড়ক ও জনপথ কর্মচারী ইউনিয়ন: সড়ক মহাসড়কে রোড মার্কিং অনেক জায়গায় নেই। এতে মহাসড়কে দুর্ঘটনা হয়। রোড মার্কিং থাকলে গন্তব্যে সহজে পৌছানো যায়।

সভাপতি মহোদয় উল্লেখ করেন, সড়কে রোড মার্কিং না থাকা একটি বড় দুর্বলতা। এ বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে প্রধান প্রকৌশলী, সওজ এর দৃষ্টি আকর্ষন করা হয়।

২.৩ বিআরটিসি ডিপো চালক গ্রেড-সি প্রতিনিধি: ঢাকা শহরে যাত্রী দাঁড়ানোর নির্ধারিত স্থান থেকে ভিন্ন স্থানে যাত্রী দাঁড়িয়ে থাকে। এর ফলে যাত্রীদের ও চালকদের অসুবিধা হয়। এক রুটে নির্দিষ্ট ১টি রংয়ের বাস চললে দুর্ঘটনা কম হবে এবং পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা ফিরে আসবে। বিআরটিসিতে চালক লীজী হয়ে অসম প্রতিযোগীতায় নামে ফলে দুর্ঘটনার আশংকা থাকে।

সভাপতি এ পর্যায়ে বলেন, বিআরটিসি বাসে পরিচ্ছন্নতা সন্তোষজনক নয়। সভাপতি মহোদয় সাম্প্রতিক একজন মহিলার দূর্ঘটনার কথা উল্লেখ করে বলেন, রাস্তার মধ্যে যাত্রী নামানো বন্ধ এবং মহিলা যাত্রীদের সাথে সু-ব্যবহার করতে হবে। বিআরটিসি বাসে চালক কর্তৃক লীজ নিয়ে অশুভ প্রতিযোগীতা হলে তা বন্ধ করতে হবে।

২.৪ সহ-সভাপতি, সড়ক ও জনপথ প্রকৌশলী সমিতি : Service Delivary জনগণের demand অনুযায়ী হয়না। প্রচলিত আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিতে Service Delivary হয়। ধর্মের সাথে নৈতিকতা শিক্ষা প্রয়োজন। সবাই সম্মিলিতভাবে Efficient Service দিতে পারি তবে সোনার বাংলা গড়ে তোলা সম্ভব হবে। আন্তঃক্যাডার বৈষম্য দূরীকরণে বিসিএস সওজ ক্যাডারের সমস্যা আলোচনার মাধ্যমে চিহ্নিত করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো যায়। সভাপতি বলেন, সওজ ক্যাডার সমস্যা চিহ্নিত করে তা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পাঠাতে এ বিভাগে আলোচনা প্রয়োজন। সওজ বিসিএস ক্যাডারের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো যেতে পারে।

২.৫ সাধারন সম্পাদক, বিআরটিসি শ্রমিক কর্মচারী লীগ (সিবিএ): চালক প্রশিক্ষণকালে শুদ্ধাচার বিষয় প্রশিক্ষণ দেয়া দরকার। চালক শ্রমিকদের কী করণীয় কী বর্জনীয় তা তাদেরকে নিয়মিত প্রশিক্ষণে জানাতে হবে। প্রতিটি বিআরটিসি বাস ডিপোতে ট্রেনিং ইনস্টিটিউশন দরকার।

সভাপতি বলেন, বিআরটিসি, বিআরটিএ, সওজ-তে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে কীভাবে 'শুদ্ধাচার' যুক্ত করা যায় তা দেখতে হবে। ১১০০ নতুন গাড়ী বিআরটিসিতে যুক্ত হচ্ছে। সেগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে।

২.৬ প্রশাসনিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ সিএনজি মালিক সমিতি : সিএনজি স্টেশনের ইজারা বাবদ লীজের টাকা বর্তমান হারে পরিশোধের তাগিদ দিয়ে বিব্রত করা হচ্ছে। বিষয়টি আলোচনার পর্যায়ে আছে। দ্রুত সমাধান প্রয়োজন।

সভাপতি বলেন, চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার আগ পর্যন্ত বর্তমান রেট অনুযায়ী লীজের টাকা পরিশোধ করতে হবে।

২.৭ সাধারন সম্পাদক, সড়ক ও জনপথ ঠিকাদার সমিতি : ই-জিপিতে ঠিকাদারদের মার্কিং পদ্ধতি পুনঃমূল্যায়ন প্রয়োজন। রেট সিডিউল পুনঃমূল্যায়ন প্রয়োজন। ৩ বছরের defect liability সময়সীমা পরিবর্তন করা প্রয়োজন।

২.৮ জনাব মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) : defect liability Period পুনঃমূল্যায়নের বিষয়ে আলোচনা হতে পারে।

২.৯ সওজ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন প্রতিনিধি : ২৪৯৪ জন ওয়ার্কচার্জড কর্মচারী নিয়মিত করণের প্রজ্ঞাপন হয়েছে। পদায়ন করা হয়নি। এতে তারা বেতন-ভাতাদি পাচ্ছে না।

সভাপতি বলেন, বিষয়টি সমাধানে সংশ্লিষ্ট সকলে আন্তরিক। বেতন-ভাতাদি প্রদানের বিষয়ে প্রধান প্রকৌশলী প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

২.১০ অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মাহবুব আলম তালুকদার, এআরআই, বুয়েট : শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সকলকে কাজ করতে হবে। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে Engineering code of ethices, নৈতিক শিক্ষা বিষয় হিসেবে চালু রয়েছে। কর্ম জীবনে প্রকৌশলীদের তা অনুসরণ বাঞ্ছনীয়। শুদ্ধাচার বিষয়ে প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ, সেমিনার এর জন্য Module করা প্রয়োজন। সংশ্লিষ্ট সকল ক্ষেত্রে ব্যাপক গবেষণা প্রয়োজন গবেষণা ছাড়া প্রকৃত সমাধান আসবে না।

২.১১ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি : বিআরটিসি যাত্রীসেবা ২০১৯ সালে দৃশ্যমান উন্নতি হবে। ৫০০ নতুন বাস বিআরটিসি বহরে যুক্ত হবে। যাত্রীসেবা কাঙ্খিত মানে নিতে প্রচেষ্টা চলছে।

২.১২ প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর : Rate Schedule প্রতিবছর সংশোধন হয়। ২০১৯ সালে পুনরায় Update হবে। defect liability এর জন্য মূল্য Rate যুক্ত করা যেতে পারে। আন্তঃক্যাডার বৈষম্যে দূরীকরণে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের হস্তক্ষেপ কাম্য।

২.১৭ সৈয়দ আবুল মকসুদ, লেখক, সাংবাদিক, গবেষক, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি: সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ কর্তৃক ৩ বছর ধরে শুদ্ধাচার চর্চায় এ সভার আয়োজন করে যাচ্ছে। শুদ্ধাচার চর্চায় বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের কথা উল্লেখ করেন। প্রতিপক্ষকে সম্মান দেখিয়ে বক্তব্য দিয়েছেন। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের শুদ্ধাচার শুদ্ধাচার চর্চার প্রয়াস প্রশংসনীয়। এ ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।

০৩। সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত সমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হয় :

ক্রম	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
(ক)	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীন মহাসড়কে সাইন, সিগন্যাল, রোড মার্কিং করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে।	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
(খ)	যানবাহনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় আনুপাতিকহারে বিআরটিএ'র লোকবল বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	বিআরটিএ এবং সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
(গ)	(১) বিআরটিএ'র সেবার মান বৃদ্ধির পরিধি বিস্তৃত করতে হবে। (২) যানবাহনের নাম্বার প্লেট যানবাহনে সংযোজনকালে গ্রাহকদের হয়রানি বন্ধে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় করতে হবে।	বিআরটিএ
(ঘ)	মহানগরীর ভিন্ন ভিন্ন রুটে ভিন্ন ভিন্ন রংয়ের বাস সার্ভিস চালুর উদ্যোগ বাস্তবায়ন করতে হবে।	ডিটিসিএ এবং বিআরটিএ

ক্রম	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
(ঙ)	বিআরটিসি বাস পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। রাস্তার মধ্যে যাত্রী নামানো বন্ধ করতে হবে। বিআরটিসি বাস চালক লীজী থাকার কারণে অসম প্রতিযোগীতা হলে তা বন্ধ করতে হবে।	বিআরটিসি
(চ)	মহাসড়কে ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনের ব্যবস্থা রাখতে হবে।	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
(ছ)	চালক-শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের জন্য বিআরটিসি'র বাস ডিপো ও অন্যান্য বাস টার্মিনালে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে।	বিআরটিসি, বিআরটিএ এবং পরিবহন মালিক সমিতি
(জ)	যাত্রীদের সাথে বিশেষত মহিলা যাত্রীদের সাথে সু-আচরণ বিষয়ে চালক, শ্রমিকদের উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।	বিআরটিএ, বিআরটিসি, পরিবহন মালিক সমিতি এবং পরিবহন শ্রমিক সমিতি
(ঝ)	বিসিএস (সওজ) ক্যাডারের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো যেতে পারে।	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
(ঞ)	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নিয়মিতকৃত ওয়ার্কচার্জড কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি প্রদানে জটিলতার বিষয়টি সমাধানে প্রধান প্রকৌশলী প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
(ট)	সিএনজি ফিলিং ষ্টেশনের জায়গা লীজের অর্থের পরিমাণ নির্ধারণে চলমান পর্যালোচনা শেষ করতে হবে।	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
(ঠ)	Engineering code of ethices অনুসরণে উদ্যোগ নিতে হবে।	সওজ/বিআরটিএ/ডিটিসিএ/ বিআরটিসি/ডিএমটিসিএল
(ড)	পরিবহন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সমীক্ষা, গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।	বিআরটিএ/বিআরটিসি/ ডিটিসিএ/ডিএমটিসিএল/সওজ
(ঢ)	বিআরটিএ, বিআরটিসি, ডিটিসিএ, ডিএমটিসিএল, সওজ-তে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে 'শুদ্ধাচার' বিষয়টি যুক্ত করতে হবে।	বিআরটিএ/বিআরটিসি/ ডিটিসিএ/ডিএমটিসিএল/সওজ
(ণ)	জাতীয় শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা (NIS) বাস্তবায়ন কাজ নিয়মিত পরিবীক্ষণ করতে হবে।	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/বিআরটিএ/বিআরটিসি/ ডিটিসিএ/ডিএমটিসিএল/সওজ

০৪। সভাপতি সমাপনী ভাষণে বলেন, আমাদের শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় আজকের অংশীজন সভার আয়োজনে সাড়া দেয়ার জন্য ধন্যবাদ। আপনাদের মতামত আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণে সহায়ক হবে। ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা সর্বত্র সম্প্রসারণের মাধ্যমে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা হবে। সভাপতি উপস্থিত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-

২৩/১২/১৮

মোঃ নজরুল ইসলাম

সচিব

স্মারক নং-৩৫.০০.০০০০.০৪৪.০৬.০১৯.১৮-১৯৯

তারিখ : ০৯ পৌষ, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ / ২৩ ডিসেম্বর, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানী লিমিটেড, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা
৩। প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
৪। নির্বাহী পরিচালক, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ, নগর ভবন, ঢাকা
৫। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ), এলেনবাড়ি, তেজগাঁও, ঢাকা
৬। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি), পরিবহন ভবন, মতিঝিল, ঢাকা
৭। অতিরিক্ত সচিব ও শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৮। অতিরিক্ত সচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

৯। প্রকল্প পরিচালক, ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (ডিএমআরটিডিপি), প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা
১০। পরিচালক, এ্যাক্সিডেন্ট রিসার্স ইন্সটিটিউট (এআরআই), বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট), ঢাকা
১১। যুগ্মসচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১২। উপসচিব (সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ/বাজেট/অডিট/সওজ গেজেটেড সংস্থাপন), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১৩। শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট, সওজ অধিদপ্তর/ডিএমটিসিএল/বিআরটিএ/ডিটিসিএ/বিআরটিসি
১৪। সৈয়দ আবুল মকসুদ, আজিজ এপার্টমেন্ট, বাসা নং- ২৫, ফ্ল্যাট নং- ৫/ডি, রোড নং-৩২, ধানমন্ডি, ঢাকা
১৫। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
১৬। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
১৭। জনাব খন্দকার এনায়েত উল্যাহ, মহাসচিব, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সমিতি, পরিবহন ভবন, ২১, রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা
১৮। জনাব সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন, ২৮, রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা
১৯। জনাব ইলিয়াস কাঞ্চন, চেয়ারম্যান, নিরাপদ সড়ক চাই, ৭০, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০
২০। জনাব মোঃ রুস্তম আলী খান, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ট্রাক ও কভার্ডভ্যান মালিক সমিতি, মসজিদ মার্কেট কমপ্লেক্স, ৪র্থ তলা, তেজগাঁও, ঢাকা
২১। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, সড়ক ও জনপথ প্রকৌশলী সমিতি, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
২২। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, সড়ক ও জনপথ ডিপ্লোমা প্রকৌশলী সমিতি, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
২৩। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, সড়ক ও জনপথ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
২৪। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, সড়ক ও জনপথ কর্মচারী ইউনিয়ন, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
২৫। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, সড়ক ও জনপথ মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ ইমপ্লয়িজ ইউনিয়ন, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
২৬। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, সড়ক ও জনপথ শ্রমিক ইউনিয়ন, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
২৭। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, সড়ক ও জনপথ ঠিকাদার সমিতি, সড়ক ভবন, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা
২৮। জনাব মোঃ হারুন অর রশিদ, সাধারণ সম্পাদক, বিআরটিসি শ্রমিক কর্মচারি লীগ (সিবিএ), বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন, রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা
২৯। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, সিএনজি ফিলিং স্টেশন ওনার্স এসোসিয়েশন, ১৫/৫ বিজয় নগর, আকরাম টাওয়ার (১২ তলা), ঢাকা-১০০০
৩০। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, পেট্রোল পাম্প ওনার্স এসোসিয়েশন, প্রধান কার্যালয়, ৮০/২ (৩য় তলা), কাকরাইল ভিআইপি সড়ক, ঢাকা-১০০০
৩১। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা থ্রি-হুইলার অটোরিক্সা মালিক গ্রুপ, ৩৪০/এ দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী, ঢাকা
৩২। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা মহানগর সিএনজি অটোরিক্সা ব্যবসায়ী মালিক সমিতি, ৩৭৮ টংগী ডাইভারশন রোড, মগবাজার, ঢাকা
৩৩। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা অটোরিক্সা শ্রমিক ইউনিয়ন, ৩৯/১ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, খদ্দরবাজার শপিং কমপ্লেক্স, ঢাকা
৩৪। প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ মটর সাইকেল এসেম্বলরস এন্ড ম্যানুফেকচারার এসোসিয়েশন, ১০২ শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ সরণী, তেজগাঁও, ঢাকা

অনুলিপি (সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে):

১। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৩। অফিস কপি/মাস্টার কপি।

দীপঙ্কর মন্ডল
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৭৩২২৭
E-mail: dsdtcadmtc@rthd.gov.bd